সংবাদ

তারিখ 2·9·JAN 2009

www.sangbad.net/www.thedailysangbad.com

জগন্নাথ ভার্সিটির ৫শ' কোটি টাকার সম্পদ অবৈধ দখলে

দখলদার পুলিশ, ব্যবসায়ী ● গড়ে তোলা হয়েছে জিয়ার নামে স্কুল

বাকী বিল্লাহ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক হলসহ প্রায় ৫শ' কোটি টাকার সম্পত্তি গত ২০ বছর ধরে বেদখলে রয়েছে। দখলদারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পুলিশ, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং সাবেক ছাত্রদল নেতারা। একটি ছাত্রাবাস ভেঙে সেখানে ২০০৬ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে স্কুল স্থাপন করা হয়েছে।

জগন্নাথ ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানায়, ১২টি হলসহ বেদখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পুলিশের আইজির কাছে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে। তবে কোন ফল পাওয়া যায়নি। দখল হয়ে যাওয়া বাড়ি ও সম্পত্তিতে আবাসিক হল নির্মাণ করা হলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী আবাসিক হলে থাকতে পারবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে প্রায় ২ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত শহীদ শাহাবুদ্দিন

আরমানীটোলায় পুলিশের দখলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুর রহমান হল (বাঁয়ে), মালিটোলায় জিয়াউর রহমানের নামে স্কুল —সংবাদ

আবাসিক হলটি পুলিশ সদস্যরা জোর করে দখলে নিয়ে বসবাস করছে। হলের নিচতলায় কয়েকটি দোকান রয়েছে। তাঁতীবাজার ৮২ নম্বর রাধিকা মোহন বসাক লেনের ৪ তলা বিশিষ্ট এ হলটিতে পুলিশের ৯টি পরিবার গত ১২/১৩ বছর ধরে জোর করে বসবাস করছে। এছাড়াও পুলিশ সদস্যরা তৃতীয় ও ৪র্থ তলা ভাড়া দিয়েছে বলে জানা গেছে। বাড়ির নিচতলায় একটি স্বর্ণালঙ্কারের দোকান রয়েছে। এখানে বসবাসকারী এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ১৯৯৫ সালে কোতোয়ালি থানা পুলিশ তাদের হলে থাকার অনুমোদন দিয়েছে। তাদের মতো ৯টি পরিবার এখন শাহাবুদ্দিন হলে বসবাস করছে। এ পর্যন্ত তারা হলে বসবাসের জন্য কোন ভাড়া পরিশোধ করেনি। স্থানীয় সূত্র জানায়, ১৯৯০ সাল থেকে এ হলে ছাত্ররা থাকত। ১৯৯১ সালে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের পর এ হল থেকে ছাত্ররা চলে যায়। এরপর হলের নিরাপত্তায় কয়েকজন পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে। তারা নানা কৌশলে এখন পুরো হলটি দখলে নিয়েছে। এখন ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে হল ও সম্পত্তি নিজেদের নামে কাগজ করে নেয়ার পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

আবদুর রহমান হল : আরমানীটোলা ৬নং এসি রায় রোডের কয়েক বিঘা জমির ওপর অবস্থিত আবদুর রহমান হল। জগন্নাথ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

জগন্নাথ : অবৈধ দখলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৯৮৫ সালের পর থেকে এ হলটিতে ১৬/১৭টি পুলিশ পরিবার বসবাস করছে। তারা এ হলে বসবাস করার জন্য কাউকে ভাড়া দিচ্ছে না। পুলিশ সদস্যরা বসবাস করলেও এ হলের গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করত। সম্প্রতি হলে বসবাসকারী পুলিশ সদস্যরা বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল নিজেদের নামে রশিদ করে নিয়েছে।

গতকাল বিকেলে সরজমিনে এ হলের ভেতর গিয়ে দেখা গেছে, পুরো ভবনে পুলিশের ১৬/১৭টি পরিবার বসবাস করছে। তারা প্রত্যেকে ১/২ রুম নিয়ে থাকছে। তবে স্থানীয় এক প্রভাবশালী আবাসিক হলটি দখলের পাঁয়তারা করছে। ছাত্রদের হলের জন্য তারা সরকারি নির্দেশ পাওয়ার পর বাসা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, বিগত এরশাদ সরকারের আমলে ছাত্ররা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পর সব ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে যায়। এরপর থেকে পুলিশ ওই হলের তত্ত্বাবধানে ছিল। তারা এখন হলটিতে বসবাস করছে। এরপর থেকে ২২/২৩ বছর ধরে বিনা পয়সায় পুলিশ রাজার হালে বসবাস করছে।

শহীদ আজমল হোসেন হল : ১৬ ও ১৭ রমাকান্দা নন্দী লেনে শহীদ আজমল হোসেন হলটি ১৭ বছর ধরে পুলিশের ৮টি পরিবারসহ ৯/১০টি পরিবার বসবাস করছে। এছাড়াও ভবনের নিচতলায় একটি দোকান ও একটি ক্লাব রয়েছে। হলে বসবাসকারী সিআইডির অবসরপ্রাপ্ত এক এসআইয়ের স্ত্রী মিনারা বেগম জানান, তারা ১৭ বছর ধরে সেখানে বসবাস করছেন। তাদের মতো আরও ৭/৮টি পুলিশ পরিবার সেখানে বসবাস করছে। তারা প্রতি মাসে সরকারকে ২ হাজার টাকা করে ভাড়া দেন। ভাড়ার টাকা স্থানীয় ব্যাংকে জমা দেয়া জানান, সরকারি অনুমোদন নিয়ে অর্পিত সম্পত্তি ঢাকা সিটি করপোরেশনের অনুকূলে বরাদ্দ নিয়ে ওই স্থানে টিনশেড স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। প্লে-গ্রুপ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ওই স্কুলে শিক্ষা দেয়া হয়। ২৫ ও ২৬ নম্বর হোল্ডিংয়ে এ স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এর জন্য সরকারকে মাসিক এক হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয়। এর বেশি শিক্ষকরা কিছুই বলতে পারেননি।

টিপু সুলতান রোডে ৩টি হল : যদুনাথ বসাক লেনের টিপু সুলতান রোডে সাইদুর রহমান হল, রউফ মজুমদার হল ও গোপী মোহন বসাক লেনে নজরুল ইসলাম হল এখন স্থানীয় প্রভাবশালী চক্রের দখলে। তারা সেখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালু করেছে।

শহীদ আনোয়ার শফিক হল : আরমানীটোলার মাহুতটুলী ১নং শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডে অবস্থিত শহীদ আনোয়ার শফিক হলটি স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা দখল করে সেখানে গোডাউন তৈরি করেছে। রাখা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালের ড্রাম ও বস্তা। গতকাল বিকেলে সরজমিন ওই হলের স্থানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা মূল মালিকের নাম-ঠিকানা বলতে অস্বীকার করে।

ক্রাউন ভবন (৬ তলা মার্কেট) : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে পাটুয়াটুলীতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য একটি ভবন ছিল। ওই ভবনে শতাধিক কর্মচারী তাদের পরিবার নিয়ে বসবাস করত। গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে নিহত ছাত্রদল ও যুবদল নেতা সাগীর আহম্মেদ এবং তার সহযোগীরা কর্মচারীদের নানাভাবে ফুঁসলিয়ে ও টাকা দিয়ে ভবন থেকে নামিয়ে দেয়। এরপর ভবনটি ভেঙে সেখানে ৬ তলা বিশিষ্ট অভিজাত মার্কেট করা হয়। এ ভবনের নিচতলার পান দোকানদার আবু সিদ্দিক জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে হলের নিচে একটি পান-সিগারেটের দোকান চালাচ্ছে। তবে দোকানের জন্য কোন টাকা দিতে হয় না।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ হলে ছাত্ররা ছিল। এরপর ছাত্রদলের কাজল ও সাগীর গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে এক পুলিশ কর্মকর্তা খুন হওয়ার পর ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে যায়। এরপর থেকে পুলিশ ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা ছাত্রাবাসটি নিয়ন্ত্রণ করছে।

ড. হাবিবুর রহমান হল ও তিব্বত হল : পুরান ঢাকার গোলক পাল লেনে ড. হাবিবুর রহমান হল ও কুমারটুলী ওয়াইজঘাটে অবস্থিত তিব্বত হল কয়েকজন পুলিশ সদস্যের দখলে রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে এ দুটি হলে অবস্থান করছে।

বজলুর রহমান হল : মালিটোলা বজলুর রহমান হলটি ভেঙে ২০০৬ সালে, ওই হলের জায়গায় সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে একটি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। ২০০৬ সালে ২৫ মার্চ ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা এমপি স্কুলটি উদ্বোধন করেন। স্থানীয় বিএনপি কমিশনার হোসেন মোল্লা এর তত্ত্বাবধায়ক। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক 'সংবাদ'কে পরে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে দোকানের পজেশন বিক্রি করে। এখানে ছাত্রনেতাদের নিজস্ব দোকান রয়েছে। সে মার্কেট থেকে প্রতি মাসে বিপুল অঙ্কের টাকা ভাড়া আদায় করা হয়।

বাণী ভবন হল : পুরান ঢাকার প্যারিদাস রোডে অবস্থিত বাণী ভবনটিতে সংখ্যালঘু ছাত্ররা বসবাস করত। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু ছাত্রদের বের করে দেয়া হয়। ওই ভবনের আংশিক এখন ভার্সিটির অধীনে রয়েছে। অবশিষ্ট অংশ প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে।

জগন্নাথ কলেজ থেকে ভার্সিটিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব হল ও সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়। এরপর ভার্সিটির সম্পত্তি ও হল উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

ভার্সিটির ভিসি 'সংবাদ'কে ফোনে জানান, ১২টি হল ও দখল করা সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৫শ' কোটি টাকা হবে। এসব সম্পত্তি উদ্ধার করে আবাসিক হল বানালে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী হলে থাকতে পারবে বলে তিনি জানান।